নেক আমলের ডায়েরি

নেক আমলের ডায়েরি

সংকলন

মুফতী সুহাইল আবদুল কাইয়ূম

নাযিমে তালীমাত, জামিআ ইসলামিয়া ঢাকা

নায়েবে মুফতী, ইসলামিক ফিকহ একাডেমী

রূপসী বাংলা

প্রকাশক: রূপসী বাংলা
৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০
✆ ০১৭১০৭৭৯০৫০
নেক আমলের ডায়েরি
১ম প্রকাশ: ৬ মাঘ ১৪৩০; ২০ জানুয়ারি ২০২৪
© মুফতী সুহাইল আবদুল কাইয়ূম
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ
মূল্য: ৩০০ টাকা
Nek Amoler Diary (Published in Bengali)
by *Mufti Suhail Abdul Qaiyum*
Published by Ruposhi Bangla
38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100
ISBN: 978-984-98497-1-1

আ ল - ই হ দা

কলিজার টুকরা

মুহাম্মাদ ও আহমাদ

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে

তাদের নামের মর্যাদা রক্ষা

করার তাওফিক দান করুন।

লেখকের কথা

হামদ ও সালাতের পর

দুনিয়ার জীবন অতিসংক্ষিপ্ত। এখানে আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পরকালের জীবন অনন্তকাল। এর শুরু আছে, শেষ নেই। এজন্যে পরকালের সুখ-ই সুখ। পরকালের দুঃখ-ই দুঃখ। সেখানে সুখেরও শেষ নেই। দুঃখেরও শেষ নেই। পরকালে যে ক্ষমা পাবে, সেই প্রকৃত সফলকাম। তার চেয়ে বড় ভাগ্যবান আর নেই।

পরকালে মুক্তি নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর। এক. ঈমান। দুই. নেক আমল। ঈমান ছাড়া নেক আমলের কোনো মূল্য নেই। ঈমানের সাথে যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সেই হবে পরকালে সফলকাম এবং ইহকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًاعَظِيمًا

যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُالْبَرِيَّةِ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা।[২]

মুমিনের জীবনে নেক আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, নেক আমলের মাধ্যমে অর্জিত হয় মহান রবের সন্তুষ্টির মতো মহাদৌলত। অর্জিত হয় সৃষ্টিজীবের ভালোবাসা ও মহব্বত। নেক আমলের ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে আপতিত বালা-মসিবত থেকে রক্ষা করেন। তাদেরকে তিনি দান করেন হায়াতে তাইয়িবা ও দুনিয়ার জীবনে বরকত। সর্বোপরি, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দান করবেন জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম।

১। সূরা ফাত্হ: ২৯।

২। সূরা বাইনিয়া: ০৭

নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- ফরয ও ওয়াজিব বিধানসমূহ। এ সকল বিধান পালন করা বান্দার জন্য অপরিহার্য। করা, না করার ব্যাপারে বান্দার কোনো ইখতিয়ার নেই। না করলে বান্দাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

কিছু নেক আমল এমন, যা করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো ধরপাকড় ও বাধ্যবাধকতা নেই এবং কোনো ধরনের হুমকি-ধমকি ও হুশিয়ারিও নেই। তবুও যখন বান্দা এসব নেক আমল নিয়মিত করে তখন সে খুব দ্রুত আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ ও প্রিয় বান্দা হয়ে যায়। হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালার ওলী। এমন কিছু নেক আমলের কথা এ কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কিতাবটিতে মোট পাঁচটি বিষয় স্থান পেয়েছে। ১. নফল নামাযসমূহ: ফাযায়িল ও মাসায়িল। ২. কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত নির্বাচিত দোয়াসমূহ। ৩. হাদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার দোয়া ও আমল। ৪. নফল রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত। ৫. কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও সূরাসমূহের ফযিলত।

কিতাবটি সংকলনের ক্ষেত্রে দলিল প্রমাণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন, হাদিস ও ফিকহের গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি থেকে প্রতিটি বিষয়ের দলিল পেশ করা হয়েছে। যার ফলে আশা করা যায়, সর্বমহলে কিতাবটি গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হবে, ইনশাআল্লাহ। কিতাবটিকে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো কমতি করা হয়নি। তবুও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটিকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

প্রিয় পাঠক! বইটিতে আরবি শব্দের প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যবহার জেনে বুঝেই করা হয়েছে। একে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। আমরা মনে করি, সব জায়গায় আরবির ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই কারের ব্যবহার সঠিক নয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে অর্থ পরিবর্তন ও বিকৃত হয়ে যায়। আরবি ছাড়া অন্যান্য বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে হ্রস্ব ই-কার এর নিয়মকে আমরা গ্রহণ করে থাকি।

ধন্যবাদান্তে।

সুহাইল আবদুল কাইয়ূম
কাজলা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
১৫ আগস্ট ২০২২ ঈসায়ী

দোয়া ও অভিমত

মুফতী মুঈনুল ইসলাম [দা.বা.]
প্রিন্সিপাল ও রেক্টর, জামিআ ইসলামিয়া ঢাকা
প্রধান মুফতী, ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী ঢাকা
খতীব, নূর নগর জামে মসজিদ, ইস্কাটন, ঢাকা

হামদ ও সালাতের পর–

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ জিন ও ইনসানকে তাঁর বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম পরিপালনের তথা ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য পৃথিবীতে সৃজন করেছেন। কিন্তু তারা পৃথিবীতে এসে নানা মত ও পথের অনুসারী হয়ে যায়, দৌড়াতে থাকে নিজেদের বিবেকের ঘোড়া। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে অসংখ্য স্থানে ইরশাদ করেছেন, জিন ও ইনসানের দুনিয়া-আখিরাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সফলতা নির্ভর করে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ সিরাতে মুস্তাকীমে চলার মাধ্যমে। এটাই ধ্রুব সত্য, অবধারিত ও সুনিশ্চিত বিষয়।

ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদা ইবাদতসমূহে অনেক নেকী থাকলেও মহান আল্লাহর নৈকট্য মূলত নফল ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে লাভ হয়। এ কথাটি হাদিসে নববীতে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। অতএব, প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড ও অবশ্য পালনীয় ইবাদত-বন্দেগীর পর যুগে যুগে আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণ নফল ইবাদত-বন্দেগী, অযীফা, যিকির-আযকার ও নফল নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হয়েছেন। বিপদে-আপদে তাঁরা আল্লাহর নবী-রাসূলদের এবং আল্লাহর ওলীদের বিশেষ দোয়াসমূহের অনুসরণ-অনুকরণ করেছেন। আর এটাই সিরাতে মুস্তাকীমের অনুসৃত পথ। এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, হওয়া যায় আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা।

আজকাল ইসলামী অঙ্গনে ধর্মীয় বাংলা বই-পুস্তক অনেক। তবে বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ও গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি কম। সে হিসেবে এই মানের ধর্মীয় কিতাবাদি রচনা, সংকলন, বিপণন ও প্রচারণা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। অন্যথায় আমাদের বাংলা ধর্মীয় বই-পুস্তক অঙ্গন সমৃদ্ধির পথে অনেক দূর এগোতে পারবে না। সেই চেতনা থেকে এ দেশের তরুণ প্রজন্মের কিছু বস্তুনিষ্ঠ ও ত্যাগী ধর্মীয় লেখক- লেখিকা কলমযুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন। এই অঙ্গনে আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁদের স্বাগত জানাই। তাঁদের এই পথচলা মসৃণ, সুন্দর, মার্জিত, পরিশীলিত ও নিরাপদ হোক, সফলতা আসুক শতভাগ। এই আমাদের শুভকামনা সবসময়ের।

মুফতী সুহাইল আবদুল কাইয়ুম প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ইসলামী কলমযোদ্ধাদের একজন। আমি তাঁকে পূর্ণ এক যুগ থেকে চিনি। এক দশকের আমার সহকর্মীও বটে। স্বচ্ছতা, নীতিনিষ্ঠতা ও বুদ্ধিদীপ্ততা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক গুণ। এ ছাড়াও আরো অসংখ্য কারণে তিনি আমার প্রিয়ভাজন। চলমান পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পড়ার আমার সুযোগ না হলেও সূচিপত্র পুরোটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ভিতরের বিষয়বস্তুর অনেকাংশে আমি নজর বুলিয়েছি। বেশ কিছু অংশ মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। অকপটে বলা যায়, সংকলন চমৎকার, সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। লেখার পরতে পরতে লেখকের দরদি মনের ছাপ আছে। ঝরঝরা ভাষা ও অকপট শব্দের গাঁথুনি বইটিকে পাঠকপ্রিয় করবে বলে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা। তাছাড়া বইটির অভিনব নাম পাঠককে আকৃষ্ট করবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি বইটির বহুল প্রচারণা ও মকবুলিয়াত এবং লেখক প্রকাশকসহ এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করছি। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ আমাদের প্রতি শতভাগ রাজি খুশি থেকে দুনিয়া-আখিরাতে আমাদেরকে প্রকৃত কামিয়াবী নসীব করুন। আমীন।

মাআস-সালাম

মুঈনুল ইসলাম

কাজলা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬।

২৫ মুহাররম ১৪৪৪ হিজরী।

২৪ আগস্ট ২০২২ ঈসায়ী।

দোয়া ও অভিমত

হযরত মাওলানা মুফতী শহীদুল্লাহ ভৈরবী [দা.বা.]
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া বি.বাড়িয়া
শাইখুল হাদিস, ইসলামিয়া মহিলা মাদরাসা শরীফপুর, মেড্ডা, বি.বাড়িয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
হামদা ও সালাতের পর–
একজন মুমিনের জন্য ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো, আ'মালে সালিহা তথা নেক আমল। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমের অসংখ্য জায়গায় ঈমানের সাথে নেক আমলের আলোচনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম জান্নাত 'জান্নাতুল ফিরদাউস'-এ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা।
এই আয়াতে বেহেশতে যাওয়ার জন্য ঈমানের পর নেক আমলকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আ'মালে সালিহা যে প্রধানতম মাধ্যম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশ আছে, যাদের নেক আমল ও বদ আমল সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা নেই। আবার কারো কারো কিছুটা ধারণা থাকলেও তা স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ নয়। তাইতো তারা সুন্নাত ও মুস্তাহাব-এর নামে অহরহ বিদআত ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে মনের অজান্তে তারা নিজেদের মূল্যবান ঈমান ও আমল বরবাদ করে চলেছে।
মুসলিম উম্মাহর এই পরিস্থিতিতে ঈমান ও আমল বিষয়ে অবহিত করা ও জনসাধারণকে উৎসাহিত করা উলামায়ে কিরামের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব

আঞ্জাম দানে উলামায়ে কিরামও বসে নেই। বরং তাঁরা ওয়াজ-নসীহত, তালীম-তরবিয়ত, তাবলীগ-তাযকিয়া নানা উপায়ে মাঠে-ময়দানে অহর্নিশি তাদের এ দায়িত্ব আদায় করে চলেছেন। তবে এ প্রচেষ্টা শুধু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা সহমত পোষণকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভিন্নমত পোষণকারী উম্মাহর একটি অংশ এই উপকার থেকে বঞ্চিত। ফলে ভিন্ন মতের মানুষের কাছে দাওয়াতের পরিধি ব্যাপক ও বেগবান করে তোলাটা সময়ের দাবি। এ দাবি পূরণে লিখনীর মাধ্যমে দীনের সত্যিকার রূপরেখা তুলে ধরার কোনো বিকল্প নেই। কেননা, ধর্মীয় যে কোনো বই দল-মত নির্বিশেষে সকলের হাতেই উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব।

তবে এ ময়দানে পদচারণা ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য একদিকে যেমন প্রচুর ইলম ও আমলের প্রয়োজন, অপরদিকে এর চেয়েও বেশি প্রয়োজন প্রয়োজনীয় শক্তি, সাহস, অর্থ ও উদ্যমতার। তাইতো আমার দৃষ্টিতে এ কাজে সচেতন নবীন আলেমদের এগিয়ে আসাটা অধিক যুক্তিযুক্ত। আলহামদুলিল্লাহ, আমার একান্ত প্রিয়ভাজনদের মধ্যে যারা এ কাজে এগিয়ে এসেছেন এবং যাদের উপর এ ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থা ও বিশ্বাস রাখা যায়, তাদের মধ্যে 'হাফেয মাওলানা মুফতী সুহাইল আবদুল কাইয়ূম' অন্যতম। ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় কিতাবাদী লিখে আস্থা ও বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। মাশাআল্লাহ, তাঁর লেখা কিতাব উলামায়ে কিরামসহ সকলের কাছেই সমাদৃত। তাঁর লিখা বক্ষমাণ গ্রন্থ 'নেক আমলের ডায়েরি' কিতাবটি আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। কিতাবটি আমি সকলের জন্য যথেষ্ট উপকারী মনে করছি।

আল্লাহ তায়ালা লিখকের এই মুবারক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এ ময়দানে উত্তরোত্তর আরো অনেক এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। এই শুভ কামনা করে শেষ করছি। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

মাআস-সালাম
মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
দারুল আরকাম, বি.বাড়ীয়া
তাং ১৭-০৮-২০২২ ঈসায়ী

সূচি

প্রথম অধ্যায়

নফল নামাযসমূহ: ফাযায়িল ও মাসায়িল

নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত	২৩
তাহাজ্জুদ নামায	২৬
তাহাজ্জুদ নামাযের ফযিলত	২৭
তাহাজ্জুদ আদায়কারীর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে অকল্পনীয় নেয়ামত	২৭
তাহাজ্জুদ পড়া মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য	২৭
তাহাজ্জুদ পড়া আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য	২৮
তাহাজ্জুদ পড়লে প্রবৃত্তি দমন হয়	২৮
তাহাজ্জুদ নিরাপদে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম	২৯
তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়	৩০
ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো তাহাজ্জুদ	৩১
তাহাজ্জুদের সময় দোয়া কবুল হয়	৩১
তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রতকারী স্বামী-স্ত্রীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়	৩১
তাহাজ্জুদ আদায়কারী উম্মাতে মুহাম্মাদীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি	৩২
তাহাজ্জুদ মুমিনের মর্যাদা ও বুযুর্গীর প্রতীক	৩২
তাহাজ্জুদ আদায়কারী ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে	৩২
তাহাজ্জুদের সাওয়াব মসজিদে নববী ও মসজিদে হারামে. নামায পড়ার চেয়েও বেশি	৩৩
তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারীকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন	৩৩
তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ বালাখানা	৩৪

তাহাজ্জুদ নামায সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরি মাসায়িল

তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করা যাবে	৩৫
তাহাজ্জুদের নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়া যাবে, আস্তেও পড়া যাবে	৩৫
তাহাজ্জুদ পড়ার সময় তন্দ্রা এলে করণীয়	৩৬
অধিক ঘুমকাতুরে হওয়ার কারণে শেষরাতে উঠা সম্ভব না হলে	৩৬
তাহাজ্জুদের জন্য ঘুমানো জরুরি নয়	৩৬

তাহাজ্জুদ পড়া অবস্থায় যদি আযান হয়ে যায়	৩৭
সাহরীর ওয়াক্তে তাহাজ্জুদ পড়া	৩৭
তাহাজ্জুদ নামায জামাআতের সাথে পড়া	৩৭
ইশরাকের নামায	
ইশরাকের নামায কাকে বলে?	৩৮
ইশরাক নামাযের সময়	৩৮
ইশরাক নামাযের রাকআত সংখ্যা	৩৮
ইশরাক নামায পড়ার নিয়ম	৩৯
ইশরাক নামাযের ফযিলত	৩৯
সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ হলেও মাফ করে দেয়া হবে	৩৯
একটি কবুল হজ ও একটি উমরা পালনের সাওয়াব দেওয়া হবে	৩৯
ইশরাকের দুই রাকআত নামায শরীরের প্রতিটি জোড়ার সদকা হয়ে যায়	৪০
ইশরাক নামায সংক্রান্ত জরুরি মাসায়িল	
ইশরাক, চাশত এবং আউয়াবীন সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত রাকআত	৪১
ইশরাক ও চাশত দুটি ভিন্ন নামায	৪১
ইশরাক নামাযে বিশেষ সূরা পড়া হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত	৪১
চাশতের নামায	
চাশতের নামায কাকে বলে?	৪২
চাশতের নামাযের সময়	৪২
চাশতের নামাযের রাকআত সংখ্যা	৪২
চাশতের নামায পড়ার নিয়ম	৪২
চাশতের নামাযের ফযিলত	৪৩
সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ হলেও মাফ করে দেয়া হবে	৪৩
উমরার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ হয়	৪৩
নবী কারীম [সা.] চাশতের নামায পড়ার জন্য অসিয়্যাত করেছেন	৪৩
চার রাকআত চাশতের নামায দিনের শেষাংশের জন্য যথেষ্ট	৪৪
জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ লাভ হবে	৪৪
দুই রাকআত চাশতের নামায অনেক প্রকার সদকা থেকে উত্তম	৪৪
আউয়াবীনের নামায	
আউয়াবীনের নামায কাকে বলে	৪৫
আউয়াবীনের নামায পড়ার সময়	৪৫

আউয়াবীন নামাযের রাকআত সংখ্যা	৪৫
আউয়াবীনের নামায পড়ার নিয়ম	৪৫
আউয়াবীন নামাযের ফযিলত	৪৬
বারো বছরের ইবাদতের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ হবে	৪৬
গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়	৪৬
বিশ রাকআত পড়লে জান্নাতে অট্টালিকা তৈরি হবে	৪৬
ইস্তিখারার নামায	
ইস্তিখারার নামায কাকে বলে?	৪৭
এ নামায পড়ার সময়	৪৭
এ নামাযের রাকআত সংখ্যা	৪৭
ইস্তিখারা করার নিয়ম	৪৭
ইস্তিখারার দোয়া	৪৮
স্বপ্নে কোনো কিছু দেখা না গেলে	৪৮
এ নামাযের ফযিলত	৪৮
সালাতুত তাসবীহ	
সালাতুত তাসবীহ কী	৫০
সালাতুত তাসবীহ পড়ার সময়	৫০
এ নামাযের রাকআত সংখ্যা	৫০
সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম	৫০
প্রথম পদ্ধতি	৫০
দ্বিতীয় পদ্ধতি	৫১
সালাতুত তাসবীহ পড়ার ফযিলত	৫২
সালাতুত তাসবীহের সাথে সম্পৃক্ত কিছু জরুরি মাসায়িল	৫৩
তাসবীহ পড়তে ভুলে গেলে করণীয়	৫৩
তাসবীহ আঙুলে গণনা করা যাবে না	৫৩
তাসবীতে গরমিল হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না	৫৪
দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলবে না	৫৪
সালাতুত তাসবীর কাওমাতে হাত বাঁধা সুন্নাত	৫৪
সালাতুত তাওবা	৫৫
তাওবার গুরুত্ব	৫৫
সালাতুত তাওবা কী	৫৫

এ নামাযের রাকআত সংখ্যা	৫৫
সালাতুত তাওবা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত	৫৬
সালাতুত তাওবা পড়ার নিয়ম	৫৬
সালাতুল হাজত	৫৭
সালাতুল হাজত কী	৫৭
সালাতুল হাজত পড়ার নিয়ম	৫৭
কুরআন-হাদিস দ্বারা সালাতুল হাজত প্রমাণিত	৫৮
সালাতুল হাজতের ফযিলত	৫৯
তাহিয়্যাতুল উযূ	৬০
তাহিয়্যাতুল উযূ কী	৬০
তাহিয়্যাতুল উযূর সময়	৬০
পড়ার নিয়ম	৬০
তাহিয়্যাতুল উযূর ফযিলত	৬০
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়	৬১
পেছনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়	৬১
সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় পবিত্র হয়ে যায়	৬১
তাহিয়্যাতুল উযূ-এর বরকতে বিলাল [রা.] এর জান্নাত লাভ	৬২
এ নামাযের পর দোয়া কবুল হয়	৬২
তাহিয়্যাতুল উযূ সংক্রান্ত জরুরি মাসাইল	৬৩
মাগরিবের নামাযের আগে তাহিয়্যাতুল উযূ কিংবা তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া	৬৩
উযূর অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বেই তাহিয়্যাতুল উযূ পড়তে হয়	৬৩
তাহিয়্যাতুল উযূ ওয়াক্তী নামাযের সাথে খাস নয়	৬৩
মহিলারা তাহিয়্যাতুল উযূ পড়তে পারবে কিনা	৬৩
তাহিয়্যাতুল মসজিদ	
তাহিয়্যাতুল মসজিদ কী	৬৫
একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন	৬৫
তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার নিয়ম	৬৫
তাহিয়্যাতুল মসজিদ একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত	৬৫
তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার ফযিলত	৬৬
তাহিয়্যাতুল মসজিদ সংক্রান্ত জরুরি মাসায়িল	৬৭
বসার ফলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ রহিত হয় না	৬৭

সময় সুযোগ না হলে তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলে তাসবীহ পড়া	৬৭
তাহিয়্যাতুল মসজিদ দিনে একবার পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা	৬৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দোয়া ও মুনাজাত	৬৮
কুরআনে কারীমে বর্ণিত নির্বাচিত দোয়াসমূহ	৬৯
সিরাতে মুসতাকীম পাওয়ার দোয়া	৬৯
দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের দোয়া	৬৯
দীনের উপর অটল থাকার দোয়া	৬৯
একটি ব্যাপক অর্থবহ দোয়া	৬৯
সমস্ত আমল কবুল হওয়ার দোয়া	৭০
নিজে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দীনদার হওয়ার দোয়া	৭০
হিদায়াতের উপর অটল থাকা ও রহমত প্রাপ্তির দোয়া	৭০
গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া	৭১
নেক সন্তান লাভের দোয়া	৭১
সাক্ষ্যদাতা তথা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দোয়া	৭১
গুনাহ মাফ, দৃঢ়পদ থাকা ও মদদ পাওয়ার দোয়া	৭১
জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া	৭২
মাগফিরাত লাভ ও নেককারদের সাথে মৃত্যু হওয়ার দোয়া	৭২
কিয়ামতে লাঞ্ছিত না হওয়ার দোয়া	৭২
অনুগতদের তালিকাভুক্ত হওয়ার দোয়া	৭২
বিপদ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া	৭৩
গুনাহ মাফের দোয়া	৭৩
অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার দোয়া	৭৩
ন্যায় বিচার পাওয়ার দোয়া	৭৩
ধৈর্য ধারণ ও মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু লাভের দোয়া	৭৩
মাগফিরাত ও রহমত লাভের দোয়া	৭৪
যালিমদের যুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া	৭৪
ক্ষতি থেকে বাঁচার দোয়া	৭৪
নিজে ও নিজের সন্তান নামায কায়ীমকারী হওয়ার দোয়া	৭৪
পিতা-মাতা ও সকল মুমিনের জন্য মাগফিরাতের দোয়া	৭৫
পিতা-মাতার জন্য বিশেষ দোয়া	৭৫

বড় ধরনের সাহায্য ও সফলতা লাভের দোয়া	৭৫
কাজে সঠিক ব্যবস্থাপনা পাওয়ার দোয়া	৭৫
অন্তর প্রশস্ত, কাজ সহজ হওয়া এবং জড়তা দূর হওয়ার দোয়া	৭৫
ইলম বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া	৭৬
কঠিন রোগ ও মসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া	৭৬
কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া	৭৬
সন্তান লাভের দোয়া	৭৬
শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার দোয়া	৭৭
মাগফিরাত ও রহমত লাভের দোয়া	৭৭
রহমত ও ক্ষমা লাভের দোয়া	৭৭
নৌকা ও যানবাহন থেকে নিরাপদে নামার দোয়া	৭৭
প্রজ্ঞা ও জান্নাত লাভের দোয়া	৭৭
কৃতজ্ঞ ও নেক আমলকারী হওয়ার তাওফীক লাভের দোয়া	৭৮
যালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি লাভের দোয়া	৭৮
দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের দোয়া	৭৮
চক্ষু শীতলকারী নেককার স্ত্রী-সন্তান লাভের দোয়া	৭৮
সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের দোয়া	৭৯
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নেককার হওয়ার দোয়া	৭৯
শত্রুর মুকাবিলায় বিজয়ী হওয়ার দোয়া	৭৯
ঈমানদারদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না থাকার দোয়া	৭৯
অমুসলিমদের জন্য পরীক্ষার পাত্র না হওয়ার দোয়া	৮০
পরিপূর্ণ নূর লাভের দোয়া	৮০
কুরআনে বর্ণিত নবীদের দোয়াসমূহ	**৮১**
হযরত আদম ও হাওয়া [আ.]-এর দোয়া	৮১
হযরত মূসা [আ.]-এর দোয়া	৮১
হযরত ইউনুস [আ.]-এর দোয়া	৮২
হযরত নূহ [আ.]-এর দোয়া	৮২
হযরত ইবরাহীম [আ.]-এর দোয়া	৮৩
হযরত দাউদ [আ.]-এর দোয়া	৮৪
হযরত সুলাইমান [আ.]-এর দোয়া	৮৫
হযরত যাকারিয়া [আ.]-এর দোয়া	৮৫

হযরত ইউসুফ [আ.]-এর দোয়া	৮৬
হযরত শুআইব [আ.]-এর দোয়া	৮৬
পরীক্ষায় পতিত হয়ে নবীগণ যেসব দোয়া করেছেন	৮৭
হযরত ঈসা [আ.]-এর দোয়া	৮৭
হযরত আইয়ূব [আ.]-এর দোয়া	৮৭
হযরত হুদ [আ.]-এর দোয়া	৮৭
হযরত লূত [আ.]-এর দোয়া	৮৮
হযরত ইয়াকূব [আ.]-এর দোয়া	৮৮
হাদিসে বর্ণিত নির্বাচিত দোয়াসমূহ	৮৯
মাগফিরাত ও রহমত লাভের দোয়া	৮৯
ফিতনা ও আযাব থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া	৮৯
কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া	৯০
হিদায়াত ও প্রাচুর্য লাভের দোয়া	৯০
অলসতা ও অক্ষমতা থেকে আশ্রয় চাওয়াসহ একটি অর্থবহ দোয়া	৯০
দীন ও দুনিয়া সংশোধনের দোয়া	৯১
বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার দোয়া	৯১
নিআমত স্থায়ী হওয়ার দোয়া	৯১
তাকওয়া পরহেযগারী লাভের দোয়া	৯১
সুস্থতা, পবিত্রতা ও উত্তম চরিত্র লাভের দোয়া	৯২
আল্লাহর ভালোবাসা লাভের দোয়া	৯২
ঈমানের উপর অবিচল থাকার দোয়া	৯২
অবিচল ঈমান ও অফুরন্ত নিআমত লাভের দোয়া	৯২
ঈমান ও হিদায়াত দ্বারা সুসজ্জিত হওয়ার দোয়া	৯৩
ঈমানের প্রতি মুহাব্বত ও কুফরীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির দোয়া	৯৩
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার দোয়া	৯৩
দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও কৃপণতা থেকে মুক্তি লাভের দোয়া	৯৩
মুনাফিকী, লোকদেখানো ও খিয়ানত থেকে মুক্ত থাকার দোয়া	৯৪
উপকারী ইলম লাভের দোয়া	৯৪
একটি প্রবৃদ্ধিমূলক দোয়া	৯৪
অতৃপ্ত মন, আল্লাহর ভয়হীন হৃদয় ও অনুপকারী জ্ঞান থেকে বাঁচার দোয়া	৯৫
খারাপ প্রতিবেশী থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া	৯৫

ক্ষমা, দয়া ও সঠিক পথ প্রাপ্তির দোয়া	৯৫
পরস্পরে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি লাভের দোয়া	৯৫
শেষ বয়সে অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকার দোয়া	৯৬
অবারিত রহমত, বরকত ও রিযিক প্রাপ্তির দোয়া	৯৬
রিযিকে বরকত লাভের দোয়া	৯৬
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি লাভের দোয়া	৯৭
দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্থতা লাভের দোয়া	৯৭
অটল ঈমান ও ইয়াকীন লাভের দোয়া	৯৭
ঝগড়া-বিবাদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া	৯৮
দারিদ্র্য ও অত্যাচার থেকে বাঁচার দোয়া	৯৮
সর্বাবস্থায় ইসলামের উপর অটল থাকার দোয়া	৯৮
অন্তরকে দীনের উপর অবিচল রাখার দোয়া	৯৮
অন্তরকে আনুগত্যের উপর ফিরানোর দোয়া	৯৯
আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া	৯৯
ইলম, সহনশীলতা ও তাকওয়া লাভের দোয়া	৯৯
আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের তাওফীক লাভের দোয়া	৯৯
ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হওয়ার দোয়া	৯৯
ক্ষমা প্রাপ্তির দোয়া	১০০
রহমত, ক্ষমা ও জান্নাত লাভের দোয়া	১০০
সকল কাজে ভালো পরিণাম হওয়ার দোয়া	১০০
আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া	১০০
অল্পে তুষ্ট হওয়ার দোয়া	১০১
ঋণ পরিশোধের দোয়া	১০১
সকল কল্যাণ প্রাপ্তি ও অকল্যাণ থেকে মুক্তির দোয়া	১০১
ক্ষমা লাভ ও তাওবা কবুলের দোয়া	১০১
নূর দ্বারা নূরান্বিত হওয়ার দোয়া	১০২
প্রশস্ত বাড়ি ও রিযিক লাভের দোয়া	১০২
দারিদ্র্য, কুফরী ও কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভের দোয়া	১০২
আগে-পরের সকল গুনাহ মাফের দোয়া	১০৩
পবিত্র রিযিক, উপকারী ইলম ও মাকবুল আমল লাভের দোয়া	১০৩
জানা-অজানা সকল কল্যাণ প্রাপ্তির দোয়া	১০৩

রহমত, মাগফিরাত ও নিরাপত্তা লাভের দোয়া	১০৩
রিযিকের দ্বার উন্মোচিত হওয়ার দোয়া	১০৪
শেষ জীবনে ভালো অবস্থায় থাকার দোয়া	১০৪
তৃতীয় অধ্যায়	
হাদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার দোয়া ও আমল	১০৫
যিকিরের গুরুত্ব ও মর্যাদা	১০৫
সকাল সন্ধ্যার দোয়া ও যিকিরের সময়সীমা	১০৬
উযূ ছাড়া যিকির ও তাসবীহ পড়ার বিধান	১০৭
মাসিক ও নিফাস অবস্থায় সকাল সন্ধ্যার দোয়া ও যিকির করার বিধান	১০৭
কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার দোয়াসমূহ	১০৮
দোয়ায়ে আনাস ইবনে মালিক [রা.] : সারাদিনের নিরাপত্তার আমল	১২১
চতুর্থ অধ্যায়	
নফল রোযাসমূহের ফযিলত	১২৫
শাওয়ালের ছয় রোযা	১২৫
শাওয়ালের ছয় রোযার সাথে সম্পৃক্ত জরুরি মাসায়িল	১২৬
আইয়ামে বীযের রোযা	১২৬
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা	১২৭
আশুরার রোযা	১২৮
আশুরার রোযার ফযিলত	১৩১
যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের রোযা	১৩২
পঞ্চম অধ্যায়	
কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও সূরাসমূহের ফযিলত	১৩৪
কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ফযিলত	১৩৪
সূরা ফাতিহার ফযিলত	১৩৭
সূরা বাকারার ফযিলত	১৩৯
সূরা আলে ইমরানের ফযিলত	১৪১
সূরা হুদের ফযিলত	১৪১
সূরাতুল বনী ইসরাঈলের ফযিলত	১৪২
সূরা কাহাফের ফযিলত	১৪৩
সূরা ইয়াসীনের ফযিলত	১৪৪
সূরা দুখানের ফযিলত	১৪৫

সূরা মুমিনের ফযিলত	১৪৫
সূরা ফাৎহ এর ফযিলত	১৪৫
সূরা হাশরের ফযিলত	১৪৬
সূরা ওয়াকিয়ার ফযিলত	১৪৭
সূরা যুলযিলাতের ফযিলত	১৪৮
সূরা মুলকের ফযিলত	১৪৯
সূরা কাফিরূনের ফযিলত	১৪৯
সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাসের ফযিলত	১৫০

নফল নামাযসমূহ
ফাযায়িল ও মাসায়িল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত

একজন ব্যক্তির জীবনে কেন নফল নামায পড়া জরুরি, এ বিষয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির [রা.] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ [সা.]-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا

একজন ব্যক্তি যখন নামায পড়ে তখন, কখনো তার আমলনামায় সেই নামাযের এক-দশমাংশ সাওয়াব লিখা হয়। কখনো এক-নবমাংশ, কখনো এক-অষ্টমাংশ, কখনো এক-সপ্তাংশ, কখনো এক-ষষ্ঠাংশ, কখনো এক-পঞ্চমাংশ, কখনো এক-চতুর্থাংশ, কখনো এক-তৃতীয়াংশ, আবার কখনো অর্ধেক নামাযের সাওয়াবও লিখা হয়।[৩]

হযরত জাফর ইবনে হারিস [রহ.] বলেন, আমি উবাইদুল্লাহ ইবনে উমরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এর কারণ হচ্ছে, নামাযী ব্যক্তি কখনো পরিপূর্ণরূপে কিরাআত পড়ে না। কখনো যথাযথভাবে রুকু-সিজদা করে না। কখনো আবার মনোযোগের অভাব থাকে ইত্যাদি। এমন নানা কারণে এমনটি হয়।

৩। মুসনাদে আহমাদ: ৩১/১৮৯, হাদিস নং- ১৮৮৯৪। মাকতাবা শামেলা।